সংবাদ

তারিখ ... 18 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

# সম্পাদকীয়

## শিক্ষকদের স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো খসড়া শিক্ষানীতিতে সমাধান রয়েছে

গত বুধবার বেতন বৈষম্য নিরসন সক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রীকে আহ্বায়ক করে এই কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। জাতীয় বেতন স্কেল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনিষ্পন্ন বিষয়গুলো পর্যালোচনা করবে এই কমিটি। পে-স্কেল নিয়ে উত্থাপিত বৈষম্যের অভিযোগ ও দাবি-দাওয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কমিটি প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবে। পুনর্গঠিত কমিটির আহ্বায়ক অর্থমন্ত্রী বলেছেন, নতুন বেতন কাঠামো নিয়ে যেসব আপত্তি উঠেছে এবং দাবি আসছে সেগুলোর যৌক্তিকতা বিবেচনা করে সুপারিশ করা হবে।

অষ্টম জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষণার পর থেকেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অভিযোগ করে আসছেন যে, এর মধ্যে দিয়ে বেতন বৈষম্য তৈরি করা হয়েছে এবং তাদের পদমর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। বেতন বৈষম্য দূর করে পদমর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য তারা সরকারের কাছে সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেল পুনর্বহালের দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু সরকার সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেল বাদ দিয়েই অষ্টম বেতন স্কেল চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়। অবশ্য সরকার বলেছে, শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া বিবেচনা করে দেখা হবে।

একদিকে বেতন স্কেল চূড়ান্ত করা হয়েছে, অন্যদিকে শিক্ষকদের দাবি বিবেচনা করার কথা বলা হচ্ছে। এর একটাই অর্থ হতে পারে যে, শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন কাঠামোর কথা ভাবছে সরকার। কারণ স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো প্রবর্তন করা ছাড়া তো আর শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য কমানো বা পদমর্যাদা রক্ষার পথ আপাতত খোলা নেই। আমরা মনে করি, স্বতন্ত্র বেতন কাঠামোই এক্ষেত্রে কার্যকর সমাধান হতে পারে। জাতীয় শিক্ষানীতিতেও স্বতন্ত্র বেতন কাঠামোর কথা বলা হয়েছে। শিক্ষকদের মর্যাদা বৃদ্ধি এবং আকর্ষণীয় বেতন দিয়ে মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় আসতে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো করার কথা বলা হয়েছিল। শিক্ষামন্ত্রী এ নিয়ে আশ্বাসও দিয়েছিলেন। কিন্তু শিক্ষানীতি হওয়ার পর সাড়ে চার বছর পেরিয়ে গেলেও বিষয়টি বাস্তবায়ন হয়নি। এটি বাস্তবায়ন হলে আজ বেতন আর পদমর্যাদা নিয়ে শিক্ষকদের আন্দোলন করতে হতো না। আর এ নিয়ে মন্ত্রিসভা কমিটির কোন পর্যালোচনার প্রয়োজন পড়ত না। তাদের সুপারিশের অপেক্ষায় থাকতে হতো না।

শিক্ষকদের বেতন সংক্রান্ত দাবি নিয়ে মন্ত্রিসভা কমিটি কাজ করার সময় শিক্ষানীতিকে বিবেচনায় নেয়া হবে– এটা আমাদের আশা। শিক্ষা আইন না হওয়ায় নীতিটি অকার্যকর হয়ে রয়েছে। শিক্ষা আইন করতে সরকার কেন গড়িমসি করছে সেটা এক প্রশ্ন। যেসব সমস্যার সহজ সমাধান সম্ভব সেসব কাজকে অনেকক্ষেত্রেই জটিল করে তোলা হয়। সরকারের কাজকে কারা জটিল করে তোলে বা জটিল করে রাখে তাদের খুঁজে বের করা দরকার।